দৈনিক খবর

তারিখ 24 SEP 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

ঢাকা ঃ মঙ্গলবার, ৮ই আশ্বিন, ১৩৯৮ বাংলা

প্রসঙ্গ ঃ উপাচার্যের চিঠি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিয়া ক্যাম্পাসের বর্তমান পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে চ্যান্সেলর ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের কাছে একটি জরুরী চিঠি পাঠিয়েছেন বলে সংবাদপত্রের রিপোর্ট সূত্রে জানা গেছে। চিঠিতে ভিসি বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী কারো জীবনের নিরাপত্তা নেই। এই নিরাপত্তাহীনতাকে 'রাজনৈতিক সমস্যা' হিসেবে উল্লেখ করে উপাচার্য এ সমস্যার সমাধানে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিকে উদ্যোগী হতে বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছেন।

উল্লেখিত রিপোর্টে আরো প্রকাশ, উপাচার্য গত বৃহস্পতিবার সকালে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির কাছে চিঠিটি পাঠান। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি দুপুরেই চিঠিটি প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কাছে পাঠিয়ে দেন। কেননা, গত বৃহস্পতিবার থেকে দেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার চালু হওয়ায় প্রধানমন্ত্রীই এখন সরকার প্রধান। উপাচার্য জগন্নাথ হলে পুলিশী অভিযানের কথা উল্লেখ করে তাঁর চিঠিতে বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে কিছু না জানিয়ে উক্ত অভিযান চালানো হয়, অথচ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে পূর্বাহ্নেই তা জানানো উচিত ছিল। এ নিয়ে অনেক ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে পূর্বাহ্নে জ্ঞাত না করে একটি হলে পুলিশী অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত কিভাবে নেয়া হয়েছিল সেটাই প্রশ্ন। এ সিদ্ধান্তের 'মটিভ' নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে। ক্যাম্পাসে পুলিশী ব্যবস্থা গ্রহণের আগে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা মন্ত্রণালয় ভিসি'র অনুমোদন নেবে এটাই প্রচলিত নিয়ম। কিন্তু জগন্নাথ হলে পুলিশী অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তারা অথবা সংশ্লিষ্ট সচিব বা মন্ত্রী উপাচার্যের অনুমতি কেনো নেননি সেটা আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পুলিশ প্রবেশ করতে পারে না, করা উচিতও নয়- এটাই প্রচলিত নিয়ম। আজ পর্যন্ত কোনো সরকার এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটায়নি- অথচ বর্তমান সরকার কেন যে প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করে ভিসিকে কিছু না জানিয়ে জগন্নাথ হলে পুলিশী অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দিলেন তা ভেবে আমরা বিস্মিত হচ্ছি। ভিসিকে অবহিত না করে ক্যাম্পাসে পুলিশী অভিযানের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ হতে পারে। সরকার ভিসিকে ডিঙ্গিয়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তাধিকার লংঘন করে একতরফাভাবে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে গেলে সেটা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতেই সাহায্য করবে। তাই সরকারের তরফ থেকে এমন কোন পদক্ষেপ নেয়া সঙ্গত নয় যাতে করে ক্যাম্পাসে শান্তি-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় বিঘ্ন ঘটে পরিস্থিতি আরো উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারে। সরকারের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের উচিত কোনো রকম রাজনৈতিক আবেগের দ্বারা চালিত না হয়ে নিরপেক্ষ মনে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি বিচার-বিশ্লেষণ করে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের মতামতের ভিত্তিতে সুচিন্তিত কর্মপন্থা উদ্ভাবন করা।

বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী কারোরই জীবনের কোনো নিরাপত্তা নেই- এই মর্মে উপাচার্য তাঁর চিঠিতে যে মন্তব্য করেছেন তার সাথে কেউ ভিন্ন মত পোষণ করবেন বলে মনে হয় না। সত্যিই ক্যাম্পাসে কারোরই জীবনের নিরাপত্তা নেই। বিবদমান ছাত্র সংগঠনগুলোর মাঝে সশস্ত্র সংঘাত বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত জীবনের নিরাপত্তা ফিরে আসাও সম্ভব নয়। তাই সশস্ত্র সংঘাত বা সহিংসেতা বন্ধের উপায় অনেষণে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোকে আন্তরিকভাবে যত্নবান হতে হবে। সংকীর্ণ দলগত স্বার্থ-চিন্তা বিসর্জন দিয়েই এটা করা সম্ভব বলে আমরা মনে করি।

উল্লেখিত রিপোর্ট অনুযায়ী উপাচার্য ক্যাম্পাসের বর্তমান নিরাপত্তাহীন পরিবেশকে 'রাজনৈতিক সমস্যা' হিসেবে আখ্যায়িত করে সমস্যাটির উৎসমূলের প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থিত ছাত্র সংগঠনগুলোর মাঝে বিরোধকে কেন্দ্র করেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বহুসংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহিংসতার বিস্তার ঘটেছে। তাই ক্যাম্পাসে শান্তি-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হলে ছাত্র সংগঠনগুলোর তথা সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলোর সক্রিয় সহযোগিতা একান্তই প্রয়োজন। বলা বাহুল্য যে, এ ব্যাপারে সরকারী দল ও প্রধান বিরোধী দলের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টিই সবচেয়ে বেশী দরকার হবে। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, এ ব্যাপারে আজ পর্যন্তও কোনো আন্তরিক উদ্যোগ নেয়া হয়নি। বরং উল্টোটিই দেখতে পাওয়া গেছে, যার জন্য সরকারী দল ও প্রধান বিরোধী দলের মাঝে সহযোগিতার মনোভাবের পরিবর্তে তিক্ততাই শুধু বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমস্যার অগ্নিতে বারি সিঞ্চনের পরিবর্তে ঘৃতাহুতির পরিণাম যে সবার জন্যেই অকল্যাণ ডেকে আনবে সে কথা বোধ করি ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। এই বাস্তবতা সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষেরই বিবেচনায় আনা উচিত।

যাহোক, উপাচার্যের ওই চিঠির মর্ম অনুধাবন করে ক্যাম্পাসে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্যে সরকারের আশু কর্তব্য হবে প্রধান প্রধান বিরোধী দলগুলোর সহযোগিতা কামনায় ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়া। এ ব্যাপারে অধিক বিলম্ব করা হবে না, এটাই দেশবাসীর প্রত্যাশা।